দৈনিক সংবাদ

MAR. 08 2002

গণিত অলিম্পিয়াডে অংশ নেয়া ৬শ' প্রতিযোগীর একটি অংশ

ডিসকাশন প্রজেক্ট-এর ব্যবস্থাপনায় নারায়ণগঞ্জ গণিত অলিম্পিয়াড

বাংলাদেশের ছেলেমেয়েরাও যে খোলা আকাশের নিচে বসে, মাঠের ওপর দাঁড়িয়ে ৬/৭ বছর থেকে আরম্ভ করে ১৭/১৮ বছরের ছেলেমেয়েরা গাণিতিক সমস্যা সমাধানে গভীরভাবে মগ্ন হয়ে যেতে পারে তার প্রমাণ মিলল নারায়ণগঞ্জে। প্রতিদিন ছিনতাই, খুন আর রাজনৈতিক টাউটদের যন্ত্রণায় অস্থির এই দেশে গত ১৫ই ফেব্রুয়ারি শুক্রবার নারায়ণগঞ্জ মর্গান স্কুলের মাঠে এরকম একটি ঘটনা ঘটেছিল। ডিসকাশন প্রজেক্টের ব্যবস্থাপনায় প্রায় ৬শ' ছেলেমেয়ে নারায়ণগঞ্জ গণিত অলিম্পিয়াডে অংশগ্রহণের জন্য সারাদেশ থেকে এসেছিল। নারায়ণগঞ্জ ছাড়াও মৌলভীবাজার, নেত্রকোনা, ময়মনসিংহ, জামালপুর থেকে শুধু এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য এসেছিল। এই প্রতিযোগিতায় সবচেয়ে নিম্ন শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত পড়ুয়া ছেলেমেয়েদের জন্য প্রযোজ্য ছিল।

প্রথম আলো-রেডিক্যাল স্পন্সরে এত বিপুলসংখ্যক অংশগ্রহণকারী উপস্থিত হওয়ার পেছনে বিজ্ঞান সংস্থা ডিসকাশন প্রজেক্টের দীর্ঘ দশ বছরের অভিজ্ঞতা কাজে লেগেছে এবং বিভিন্ন স্কুল-কলেজ ও প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগগুলো সম্পন্ন করেছে। ডিসকাশন প্রজেক্টের কর্মীরা প্রায় ৫০টি স্কুলে ক্যামপেইন করেছে, সরাসরি চিঠি পাঠিয়েছে, নারায়ণগঞ্জের প্রায় পৌনে তিনশ' স্কুল ও কলেজে। প্রায় ১৫ দিন ধরে এ অনুষ্ঠানকে সামনে রেখে প্রচারণা চালানো হয়েছে। এ সমস্ত কাজে ডিসকাশন প্রজেক্টের কর্মীরা হলেন আসিফ, খালেদা ইয়াসমিন ইতি, শরীফুদ্দিন সবুজ, ফরহাদ আহমেদ জেনিথ, ফরহাদ হোসেন রুবেল, মহসিন উদ্দিন শরীফ, অংকন সাহা ও জিয়া হায়দার। এছাড়াও অনুষ্ঠানের দিন যারা সহযোগিতা করেছেন তাদের মধ্যে ছিলেন ইকবাল আহমেদ সুমন, বিপ্লব বণিক, আমিরুজ্জামান পলাশ, সাবিহা শারমিন সিমি, গুলশান মাহমুদ প্রমুখ। এ নারায়ণগঞ্জ সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের রফিউর রাব্বি, জাহিদুল ইসলাম দীপু, আরিফ বুলবুল ও কম্পিউপাইপার প্রতিষ্ঠান।

অনুষ্ঠানটি শুরু হয় জাতীয় সঙ্গীতের মাধ্যমে সকাল ১০টায় মর্গান স্কুলের খোলা মাঠে। অনুষ্ঠানটি উৎসর্গ করা হয় যশোরের বকচর গ্রামের বাসিন্দা বিখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী রাধাগোবিন্দকে। রাধাগোবিন্দের জীবন ও কর্মকাণ্ডের সংক্ষিপ্তসার পাঠ করে শোনান খালেদা ইয়াসমিন ইতি। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন বিজ্ঞান বক্তা আসিফ, প্রথম আলোর বিজ্ঞান প্রজন্ম পাতার সম্পাদক মুনির হাসান, মর্গান স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা ছাবিবুন নাহার। ক, খ, গ তিনটি বিভাগে বিভক্ত হয়ে প্রতিযোগীরা অলিম্পিয়াডে অংশ নেয়। সকাল ১১টায় প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যায় এবং এক ঘণ্টা গভীর মগ্নতায় তাদের প্রশ্নের সমাধানে নীরব থাকে। অনুষ্ঠানের প্রথম পর্ব শেষ হয় দুপুর ১টায়। দিনব্যাপী এই অলিম্পিয়াড অনুষ্ঠানটি উপস্থাপনা করেন ডিসকাশন প্রজেক্টরে মূল সমন্বয়ক খালেদা ইয়াসমিন ইতি।

দ্বিতীয় পর্ব শুরু হয় বিকেল ৪টায়, নারায়ণগঞ্জ আলী আহমদ পৌর মিলনায়তনে। মেধা ও বিশেষ পুরস্কারে প্রায় ৫৩ জনকে মনোনীত করা হয়। অতিথিবৃন্দ হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনপ্রিয় সায়েন্স ফিকশন লেখক ও শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার বিজ্ঞান বিভাগের প্রধান জাফর ইকবাল, এই বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতের অধ্যাপক ড. গৌরাঙ্গদেব রায়, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার বিভাগের অধ্যাপক ড. কায়কোবাদ, প্রথম আলোর যুগ্ম-সম্পাদক আবদুল কাইয়ুম, বিজ্ঞান প্রজন্ম পাতার সম্পাদক মুনির হাসান এবং পেশাদার বিজ্ঞান বক্তা ও ডিসকাশন প্রজেক্টের পরিচালক আসিফ। ওই পর্বে বক্তারা বলেছেন গণিত ছাড়া জ্ঞান-বিজ্ঞানের কোন শাখায় উন্নতি করা সম্ভব নয়। গণিত হলো বিজ্ঞানের ভাষা। গণিত ছাড়া জগৎকে যৌক্তিকভাবে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। জাফর ইকবাল বলেন, আসুন সবাই মিলে আমরা মুক্তবুদ্ধি চর্চার, জ্ঞান চর্চার আন্দোলন গড়ে তুলি। বিজ্ঞান বক্তা ও ডিসকাশন প্রজেক্টের পরিচালক আসিফ বলেন, সামাজিক শূন্যতায় কখনো বিজ্ঞানের বিকাশ ঘটতে পারে না তাই এই শূন্যতা থেকে বের হয়ে আসার জন্য এ ধরনের যেকোন উদ্যোগকে স্বাগত জানানো দরকার সবার এবং অনুষ্ঠানটির সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য নারায়ণগঞ্জবাসীর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

□ ফরহাদ আহমেদ জেনিথ